দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ .. 07.OCT.. 2015 ...
পৃষ্ঠা ...১৪... কলাম...৩.....

বকশীগঞ্জে বিডিপির ১০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তালা

■ বকশীগঞ্জ (জামালপুর) সংবাদদাতা

বকশীগঞ্জে ঝাড়ুদারকে সুপারভাইজার পদে নিয়োগ দেয়াকে কেন্দ্র করে বিডিপির ১০ টি প্রাথমিক স্কুলে তালা দিয়েছে এলাকাবাসী।

জানা গেছে-বকশীগঞ্জের গারো পাহাড়ে আদিবাসী ও সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের জন্য ধানুয়া কামালপুর ও বাট্টাজোড় ইউনিয়নে জাপানি অর্থায়নে বেসিক ডেভেলপমেন্ট পার্টনার্স (বিডিপি) কর্তৃক ১০টি প্রাইমারি স্কুল খোলা হয়। বিডিপির আঞ্চলিক কার্যালয়ের অর্গানাইজার মাসুদ পারভেজ মারা যাওযায় তাঁর স্ত্রী আঞ্জুয়ারা বেগমকে গত বছরের ৭ আগস্ট লাউচাপড়া ডুমুরতলা বিডিপি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সুপারভাইজার নিয়োগ দেয়া হয়। অর্থ সংকট দেখিয়ে ১৫ সেপ্টেম্বর আঞ্জুয়ারাকে বাদ দিয়ে ঝাড়ুদার ছামিউল হককে সুপারভাইজার করা হয়। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে এলাকাবাসী বিডিপির কনেকান্দা, বগুলাকান্দি, বালিঝুড়ি, খামারগেদরা ও ডুমুরতলা প্রাইমারি স্কুলসহ ১০টি স্কুলে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছে। ১০ টি স্কুল ১৪ দিন তালাবদ্ধ থাকায় সহস্রাধিক শিক্ষার্থীর পড়ালেখা বন্ধ রয়েছে।

এ ব্যাপারে স্কুলের জমিদাতা সদস্য হাজী আবদুল হামিদ, হাজী এমাজ উদ্দিন ও আমির হোসেন তারা মিয়া জানান, কর্মকর্তারা অর্থের বিনিময়ে ছামিউলকে সুপারভাইজার নিয়োগ দিয়েছে।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ও বিডিপি প্রাইমারি স্কুলের অর্গানাইজার আবদুল বাসেত জানান, এই ঘটনায় স্কুল বন্ধ করে দেয়া ঠিক হয়নি। বিডিপির প্রশাসনিক কর্মকর্তা মি.এমবোজ গোমেজ জানান, সুপারভাইজার পদে চাকরি করার যোগ্যতা না থাকায় ও অর্থ সংকটের কারণে আঞ্জুয়ারাকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে।